সংবাদ

তারিখ 2 APR 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

ছাত্রলীগ কি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানোর চেষ্টা করছে?

মানুষের অনেক প্রত্যাশা পূরণের স্বপ্ন জাগিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট বিপুল ভোটে জিতে সরকার গঠন করলেও তারা হানিমুন পিরিয়ডটি সুন্দরভাবে উদযাপন করতে পারল না। আমরা এটাকে দুর্ভাগ্যই বলব। এত বড় একটা বিরাট বিজয়ের সরকারের দুর্ভাগ্য তো শেষ পর্যন্ত এক অর্থে জাতিরও দুর্ভাগ্য হয়ে ওঠে। শুরুতেই এই গণতান্ত্রিক সরকারটিকে হোঁচট খাওয়ালো পিলখানার নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দেশের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ছোট-বড় অন্যান্য শিক্ষায়তন ও হল-হোস্টেলে ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতিবাচক আচরণ ও ভূমিকা এবং আওয়ামী লীগের ক্ষমতা গ্রহণের শুরুতেই ছাত্রলীগ যেভাবে বেপরোয়া ও বেসামাল হয়ে উঠল তাতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকেই প্রমাদ গুনতে হয়েছে। হল দখল, বিভিন্ন যানবাহনের টার্মিনালে চাঁদাবাজি, প্রতিপক্ষ সংগঠনের ওপর চড়াও হওয়া, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যকার গ্রুপগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করাসহ নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ছাত্রলীগ এমনভাবে মত্ত হয়ে উঠল যার তুলনা বিএনপি-জামায়াত জোটের দুই ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের ও ছাত্র-শিবিরের তাণ্ডবের সঙ্গে তুলনা করা চলে। আওয়ামী লীগের মতো একটি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দলের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগের আচরণ ও ভূমিকা বিএনপি-জামায়াতের অঙ্গ সংগঠনগুলোর মতো হলে সেটা শুধু দুঃখজনকই নয়, লজ্জাজনকও।

ছাত্রলীগ সোমবার দিবাগত রাতেও ঢাকা মেডিকেল কলেজে বকশীবাজারস্থ ডা. ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাসে নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এতে হলের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আসাদ রাজীব নিহত হয় এবং আহত হয় অর্ধশত কর্মী। এই রক্তাক্ত ঘটনায় কর্তৃপক্ষ মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা, মঙ্গলবার বিকেল ৪টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশসহ ঘটনার তদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। ছাত্রলীগ কর্মী ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীসহ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, ছাত্রলীগের জব্বার-বনি গ্রুপ ও রাজীব গ্রুপের মধ্যকার আধিপত্য ও সেসঙ্গে চাঁদাবাজির কর্তৃত্ব বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঘটনার সূত্রপাত হয়। দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষও চলে দীর্ঘ সময় ধরে গভীর রাত পর্যন্ত। জব্বার-বনি গ্রুপ রাজীব গ্রুপকে আক্রমণের সময় বহিরাগত সন্ত্রাসীদেরও ব্যবহার করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ঘটনাটির জন্য আমরা ছাত্রলীগের নিন্দা জানাচ্ছি। একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষের এবং সেই সঙ্গে পুলিশের ভূমিকাকেও ন্যক্কারজনক বলে অভিহিত করছি। রাত পৌনে ১২টায় জব্বার-বনি গ্রুপ সন্ত্রাসী নিয়ে হলে প্রবেশের পরপরই পুলিশ গেটের কাছে অবস্থান নিলেও দ্রুতগতিতে তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পুলিশের প্রবেশের বিষয়েও হল কর্তৃপক্ষ বিলম্ব করেছে বলে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জানা গেছে। এছাড়া বহু আগে থেকেই এই হলে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের অনায়াস আসা-যাওয়ার বিষয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ আছে। হল কর্তৃপক্ষ এই নিয়েও কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। মেডিকেল ছাত্রলীগের এই তাণ্ডবের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলেও ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সোমবার দিবাগত গভীর রাতে সংঘর্ষ হয়। ৫ ছাত্রী আহত হয় এতে। লোহার রড, হকিস্টিক ও লাঠিসোঁটা নিয়ে এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর আক্রমণ চালায়। এই ঘটনার তদন্তের জন্যও কর্তৃপক্ষ কমিটি গঠন করেছে।

ছাত্রলীগের বর্তমান ভূমিকা নিয়ে বিগত তিনমাসে প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অনেক খবর এসেছে। অনেক সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বারবার হুঁশিয়ার করেছে ছাত্রলীগকে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? ছাত্রলীগের ক্যাডাররা তাদের তাণ্ডব করেই চলেছে। ভাবসাব দেখে আমাদের কাছে এমন মনে হচ্ছে, ছাত্রলীগ যেন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানোর জন্যই পণ করে এসব অব্যাহত রেখেছে। আমরা ছাত্রলীগকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আওয়ামী লীগ ও সরকারকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানাচ্ছি। মেডিকেল ও শামসুন্নাহার হলে সোমবার দিবাগত গভীর রাতে ছাত্রলীগের কর্মীরা যে ঘটনা ঘটাল তার তদন্ত করে দোষীদের ধরে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি করার জন্যও আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ছাত্রলীগ যা শুরু করেছে সেটা শুধু আওয়ামী লীগকেই ডোবাবে না, সেটা শিক্ষাঙ্গনগুলোকেও করে তুলবে নরকতুল্য। এখনই ছাত্রলীগকে থামানো না গেলে বর্তমান সরকারও একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাবে।